নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে

বেশ কথা চলছে আরও চলবে

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে বেশ কথা চলছে আরও চলবে। কিন্তু কথা হলো : নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনকালীন সরকার, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ, ভোট কেন্দ্র পাহারা ও পর্যবেক্ষণ, প্রার্থীতা-জামানত-নির্বাচনী ব্যয় সীমা নির্ধারণ, নির্বাচনী প্রচার-প্রচারনার বিধি-বিধানসহ কারিগরি আরও বহু দিক রয়েছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেউ তাতে অমনোযোগী হলে চলবে না। কিন্তু যে বিষয়গুলো সাথে সাথে প্রনিধানযোগ্য তাহলো– ১। নির্বাচনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? ২। যে সরকার ও শাসনব্যবস্থা রয়েছে তার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কী? ৩। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠানগতভাবে কতটা স্বাবলম্বী, শক্তিশালী ও বিগত দিনে নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ভাবমূর্তি কতোটা অর্জন করতে পেরেছে ও বর্তমানে আস্থাশীলতা নির্মাণে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে? ৪। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী প্রধান দুই বুর্জোয়া দল নির্বাচনকে কীভাবে নিচ্ছে? নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী কতোটা জনগণের আস্থাভাজন হতে পেরেছেন? ৫। অনুপার্জিত আয় ও কালো টাকা গোটা অর্থনীতিতে ও সমাজে কতোটা প্রতিপত্তি নিয়ে আছে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে তাকে কতোটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব? ৬। শাসকদল ঘনিষ্ঠ কিংবা পেশাদার সন্ত্রাসীচক্র নির্বাচনকালীন সময়ে আইনের আওতার বাইরে কতটা নির্বিঘ্ন বিচরণ করতে পারবে? ৭) তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ যারা জনমতের চেয়েও ক্ষমতাবলে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের কর্তৃত্ব ও ভূমিকা কেমন থাকবে ইত্যাদি বিবেচনা পর্যালোচনা অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। পাশাপাশি নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্থান-কাল, পরিস্থিতি-পরিপ্রেক্ষিতও বিবেচনাযোগ্য। যেমন : ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন, ১৯৭০ সালে এলএফও নিয়েও নির্বাচন, ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬ (১৫ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী) নির্বাচন, ২০০১, ২০০৮, ২০১৪ ইত্যাদি নির্বাচনকে এক মাপে ফেলা যাবে না।

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, জনগণের অভ্যুত্থান বা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের প্রবল শক্তি যখন নির্বাচনের পটভূমিতে দণ্ডায়মান থাকে তখন নির্বাচনের প্রকৃতি একরকম আর জনগণের বিচ্ছিন্নতা, অনাস্থা, সংশয়-শঙ্কা, ভয়-ভীতি ইত্যাদির পশ্চাদভূমিতে নির্বাচন ভিন্নধর্মী হয়। ফলে নির্বাচনের ভাল-মন্দ সরকার বা কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার সাথে সাথে জনগণের সচেতনতাভিত্তিক চাপ ও বাধামুক্ত পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান ও প্রভাব ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী প্রধান দুই দল রাজনীতিকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, ক্ষমতাসীনদের পক্ষে ক্ষমতা ছাড়া আর ক্ষমতা প্রত্যাশীদের পক্ষে ক্ষমতার বাইরে থাকাকে তারা ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুঃসাধ্য করে তুলেছে। সেজন্য ভোটের নিরপেক্ষতার জন্য নির্বাচনকালীন সরকার বা প্রাতিষ্ঠানিক যে আয়োজনই করা হোক তা তারা বিকল কিংবা নষ্ট করে দেয়। যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলীয়করণ দোষে দুষ্ট করা হয়েছে। দেশে কালো টাকার পাহাড় গড়ে উঠেছে যার একটা অংশ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে গেছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচন দলের কিংবা ব্যক্তির ক্ষমতায়ন নয়, জনগণের ক্ষমতায়ন; এ বোধটাই প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। গুম-খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গ্রেফতার বাণিজ্য, সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা, দরিদ্র মানুষের অধিকার বঞ্চনা ইত্যাদিতে লাগাম টানা যাচ্ছে না। তারপরও গণতন্ত্র হোক্ বা না হোক্ জনগণের অভ্যুত্থান এর বাইরে নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া হিসাবে নির্বাচন ছাড়া গতি নাই। তাই এ নির্বাচনকে কীভাবে যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্য করা যায় এবং ক্ষমতার উত্তাপ থেকে মুক্ত রাখা যায় তার স্বার্থে নির্বাচনকালীন সরকার প্রসঙ্গ গুরুত্ব পাচ্ছে। এক্ষেত্রেও যে ব্যবস্থাই নেয়া হোক তা বড় দুই দলের হাতে বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের কাছে অবিকৃত থাকবে, আস্থাশীল হয়ে উঠবে তা নিশ্চিত নয়। তারপরও নির্বাচন আসছে। ফলে দ্রুত সকল রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা-সংগঠন ব্যক্তিদের যুক্ত করে সর্বসম্মত একটা পন্থা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। অন্তত নির্বাচনকালীন সময়ে শিখণ্ডি সরকারের বাইরে যেন কোন কর্তৃত্বশীল সরকার না থাকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, পরিস্থিতি যে জায়গায় রয়েছে, তার পরিবর্তন–আপেক্ষিক অর্থে সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূলে আনতে হলে দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণকৃত বৃত্তের বাইরে গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ঐক্যের শক্তি গড়ে তোলা অপরিহার্য এবং সময়ের দাবি। তা গড়ে উঠার প্রক্রিয়া রয়েছে যদিও পরিণতি ফলাফল এখনই বলা সম্ভব নয়।